সময় ধার্য করে তার বেশির ভাগই শ্রমিক ও রক্ষণশীল দলের জন্য নির্ধারিত থাকে। কিন্তু অন্যান্য দলকে তেমন সুযোগ দেওয়া হয় না।

অনুশীলনী ---- ১

১। **ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)**

(ক) ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলির নিবন্ধীকরণের কোনও ব্যবস্থা নেই।

(খ) প্রায় দুশো বছর ধরে ব্রিটেনের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল টোরি ও হুইগ দল।

(গ) ধর্মীয় সহনশীলতার কারণে ধর্মের ভিত্তিতে কোনও দল ব্রিটেন গড়ে উঠতে পারেনি।

ব্রিটেনে দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থায় যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে সেগুলি হ'ল ঃ

(১) ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থায় মূলত দ্বিদলীয় ব্যবস্থা। কেউ কেউ আবার এই দলীয় ব্যবস্থাকে সুস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করতে চান। প্রথমে টোরি ও হুইগ তারপর রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক এবং বর্তমান রক্ষণশীল ও শ্রমিক দলকেই কেবলমাত্র পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্র পরিচালনা কার্যে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়।

(২) আইনগত স্বীকৃতির অভাব ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই আইনগত স্বীকৃতির অভাব সত্ত্বেও দলীয় ব্যবস্থা ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে।

(৩) ব্রিটেনের দল ব্যবস্থার প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য তেমন নেই। অতএব দুটি দলের মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ নেই। এই বিরোধ না থাকার জন্যই কোনও রাজনৈতিক দলই সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয়।

(৪) শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংগঠনের অস্তিত্ব ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার চতুর্থ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এখানকার দলগুলি প্রধানত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং কেন্দ্রীয় সংগঠনের হাতেই চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে। এর ফলে ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলির আঞ্চলিক সংগঠনগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

(৫) ব্রিটেনে দলীয় শৃঙ্খলার ওপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এখানে দলীয় নিয়ম শৃঙ্খলাকে কঠোরভাবে অনুসরণ করার প্রবণতা দেখা যায়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে সাম্প্রতিক কালে ব্রিটেনের দলীয় শৃঙ্খলার কঠোরতা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে।

(৬) ব্রিটেনের কোনও দলই সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনে বৈপ্লবিক পদ্ধতি অনুসরণে পক্ষপাতী নয়। তাই তারা সাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করতে চায় এবং ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়।

(৭) গ্রেট ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল এখানকার রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক

সহযোগিতা। ব্রিটেনের বিরোধীদল সরকারের সমালোচনা করলেও জাতীয় সংকটের সময় বিরোধী দল সবসময়ই সরকারের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এমন কি পররাষ্ট্র সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ, কমনওয়েলথ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ-এর ক্ষেত্রে সরকারি দল বিরোধী দলের সঙ্গে পরামর্শ করে। প্রবল জাতীয় সংকট, যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন, সে দেশে যে জাতীয় সরকার গঠিত হয়েছিল তাতে রক্ষণশীল ও শ্রমিক উভয় দলই একযোগে দেশশাসন ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব সামলেছে।

(৮) ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থাকে প্রকৃত শ্রেণিভিত্তিক দলীয় ব্যবস্থা বলা যায় না। যেমন, রক্ষণশীল দলটি মূলত সামন্ত শ্রেণি ও সমাজের বিত্তবান অংশের স্বার্থ সংরক্ষণ করলেও এই দলের সমর্থকদের শতকরা ৫৫ জন শ্রমিক শ্রেণির। অন্যদিকে শ্রমিক দল ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ করলেও এই দলের সমর্থকদের একটা বড় অংশ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষ।

(৯) ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ হ'ল প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ মূলত কর্মসূচীভিত্তিক দলে পরিণত হয়েছে। সাধারণত নির্বাচনের আগে প্রতিটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনী কর্মসূচী (ইশ্‌তেহার) রচনায় ব্যস্ত থাকে। নির্বাচক মন্ডলীর রায় যে দলের কর্মসূচীর অনুকূলে থাকে, সেই দলই সরকার গঠনের সুযোগলাভ করে।

(১০) ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থায় প্রধান দলগুলি কর্মসূচীতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, কোনও চরম পন্থা নয়। নির্বাচন কেন্দ্রীয় দল বলেই তাদের পক্ষে এই মধ্যপন্থার নীতি অনুসরণ করা সম্ভব।

(১১) ব্রিটিশ দলীয় ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক দুর্নীতী ধীরে ধীরে প্রাধান্য বিস্তার করছে। দুর্নীতির এই অভিযোগ দলীয় রাজনীতির বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস করেছে।

(১২) ব্রিটেনের রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

অনুশীলনী—২

১। শূন্যস্থান পূরন করুন ঃ

(ক) ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থা মূলত _____ ব্যবস্থা।

(খ) শক্তিশালী _____ _____ অস্তিত্ব ব্রিটিশ দল ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

(গ) ব্রিটেনের দলীয় _____ ওপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(ঘ) ব্রিটেনে _____ দল ও _____ গোষ্ঠীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

যখন একই রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ও উদ্বুদ্ধ একদল মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বা যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে

তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংবিধান সম্মতভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে তখন সেই সংগঠিত জনসমষ্টিকেই রাজনৈতিক দল বলে চিহ্নিত করা হয়। রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা সম্পর্কিত এই বক্তব্য গ্রেট ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

ব্রিটেন সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রীতিনীতি অনুসারে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী স্থির হয়।

(১) সরকারি ক্ষমতা দখল করা হ'ল রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য। ব্রিটেনের দুটি প্রধান দল রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল। যে দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দল সরকার গঠন করে। অপর দলটি প্রধান বিরোধী দল হিসেবে কাজ করে এবং সরকারের স্বৈরাচারী হওয়ার প্রবণতাকে রোধ করে।

(২) অতএব বলা যায় যে রাজনৈতিক দলগুলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা। এই উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনের সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রার্থী মনোনয়ন করে এবং সেই মনোনীত প্রার্থীর জয়লাভের জন্য প্রচারকার্য চালায়।

(৩) অন্যান্য দেশের মত ব্রিটেনেও প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হ'ল নিজের অনুকূলে জনমত গঠন করা। নির্বাচনে প্রত্যেক দলই জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে নিজ নিজ বক্তব্য নির্বাচকমন্ডলীর কাছে পেশ করে এবং তাদের সমর্থন দাবি করে।

(৪) ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা, বেতার ও দূরদর্শনের মাধ্যমে ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন সমস্যা ও সমস্যার সমাধানের বিভিন্ন বিকল্প পন্থা জনগনের সামনে তুলে ধরে। ফলে জনগণ রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়।

(৫) বর্তমানে অন্যান্য রাষ্ট্রের মত গ্রেট ব্রিটেনকেও বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক দলই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে এবং সেই সমস্যা সমাধানের জন্য নিজের নিজের কর্মসূচি ঘোষণা করে।

(৬) অন্যান্য আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত ব্রিটেনও সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ রক্ষার দায়িত্ব পালন করে রাজনৈতিক দল।

(৭) গ্রেট ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থায় যেহেতু আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে সেহেতু শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে এখানে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। সুতরাং বলা যায় যে রাজনৈতিক দলই ব্রিটেনে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করে।

(৮) রাজনৈতিক দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ভিন্নমুখী অজস্র চাপের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা। গ্রেট ব্রিটেনে রাজনৈতিক দল বিভিন্ন স্বার্থের সমন্বয় সাধনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

অনুশীলনী—৩

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) বর্তমানে ব্রিটেনের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল ____ ও ____ দল।

(খ) ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলি ____ ও ____বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(গ) ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থায় ____ বিভাগ ও ____বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে।

(ঘ) ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায়____ও জনগণের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে রাজনৈতিক দল।

০৪.৪ সারাংশ

ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে এখানে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বর্তমান যা সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য। এই দল দুটি হল রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল। এই দুটি দলের একটি দল সরকার গঠন করে আর একটি দল বিরোধী দল হিসেবে কাজ করে।

ব্রিটেন রাজনৈতিক দলব্যবস্থার কোনও আইনগত স্বীকৃতি নেই। সংবিধানের কোন ধারা অথবা আইনসভা প্রণীত কোনও আইনের মাধ্যমে দলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলি বিপ্লবে বিশ্বাস করে না। এখানে দলীয় শৃঙ্খলার ওপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১। ব্রিটেনের দলব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

২। ব্রিটেনের চারটি রাজনৈতিক দলের নাম লিখুন।

৩। ব্রিটেনে দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় স্থায়িত্বের কারণ কী?

৪। ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য আছে কি?

৫। ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী উল্লেখ করুন।

অনুশীলনী—১

১। (ক)—☑, (খ)—☑, (গ)—☑।

অনুশীলনী—২

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থা মূলত দ্বিদলীয় ব্যবস্থা।

(খ) শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংগঠনের অস্তিত্ব ব্রিটিশ দল ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

(গ) ব্রিটেনে দলীয় শৃঙ্খলার উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(ঘ) ব্রিটেনে রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

অনুশীলনী—৩

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) বর্তমানে ব্রিটেনের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল।

(খ) ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলি শিক্ষা ও চেতনা বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(গ) ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে।

(ঘ) ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় সরকার ও জনগনের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে রাজনৈতিক দল।

অনুশীলনী—৪

১। একটি অথবা দুটি বাক্যে উত্তর দিন ঃ

(ক) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে এমন একটি সংগঠিত ব্যক্তিসমষ্টিকে বোঝায় যার সদস্যবর্গ সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ না করেও সরকারি সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার জন্য সচেষ্ট হয়। গোষ্ঠীগুলির উদ্দেশ্য গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণ করা, সরকারি ক্ষমতা হস্তগত করা নয়।

(খ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ হল শ্রমিক সংঘ, শিক্ষক সংঘ, কৃষক সমিতি, বণিক সভা প্রভৃতি।

(গ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলিকে মূলত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—অর্থনৈতিক গোষ্ঠী (Economic Groups) এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে জাড়িত নয় এমন সব গোষ্ঠী (Non-economic Groups)।

(ঘ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি নির্বাচকমন্ডলী, রাজনৈতিক দল, আইনসভা ও শাসন বিভাগীয় স্তরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে।

০৪.৫ সর্বশেষ অনুশীলনী

১। ব্রিটেনের দলব্যবস্থায় কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল—(ক) দ্বিদলীয় ব্যবস্থা, (খ) আইনগত স্বীকৃতির অভাব, (গ) মতাদর্শগত পার্থক্যের অভাব, (ঘ) শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংগঠনের অস্তিত্ব, (ঙ) কঠোরভাবে নিয়মশৃঙ্খলা অনুসারণ করার প্রবণতা, (চ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজনৈতিক দলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইত্যাদি।

২। ব্রিটেনের চারটি রাজনৈতিক দল হল—(ক) রক্ষণশীল দল, (খ) শ্রমিক দল, (গ) উদারনৈতিক দল এবং (ঘ) সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি।

৩। ব্রিটেনে দ্বিদলীয় ব্যস্থবার স্থায়িত্বের পেছন যে কারণগুলি আছে, সেগুলি হ'ল—(ক) ইংরেজ জাতির রক্ষণশীলতা, (খ) আঞ্চলিক দলের সুযোগ না থাকা, (গ) দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতাদর্শ ও কর্মসূচির ক্ষেত্রে পার্থক্যের অভাব, (ঘ) কোনও দলই পুরোপুরি শ্রেণিভিত্তিক না হওয়া, (ঙ) নির্বাচন পদ্ধতি, (চ) কমন্সসভার কার্যপদ্ধতি, (ছ) সংসদীয় গণতন্ত্রে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা।

৪। ব্রিটেন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতাদর্শগত কোনও পার্থক্য নেই। তাই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কোনও মৌলিক বিরোধ নেই। এই বিরোধ না থাকার জন্য কোনও রাজনৈতিক দলই সমাজব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয়। রাজনৈতিক দলগুলি মোটামুটি একই শ্রেণিস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে তারা মোটামুটি একই মত পোষণ করে।

৫। ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলের কাজ হ'ল—(ক) সরকারি ক্ষমতা দখল করা, (খ) সমস্যা নির্বাচন করা, (গ) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা, (ঘ) জনমত গঠন করা, (ঙ) সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা, (চ) রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব রক্ষা করা, (ছ) রাজনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার বিস্তার ঘটানো, (জ) সরকারের স্বৈরাচারিতা রোধ করা ইত্যাদি।

৬। ব্রিটেনে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সেখানকার রাজনৈতিক দলসমূহের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। এখানকার প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। সেই কারণে এই গোষ্ঠীগুলি যে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ার রয়েছে, সেই রাজনৈতিক দলের অনুকূলে জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। তাছাড়া এখানকার রাজনৈতিক দলগুলির উত্থানপতনে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

০৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। T. Brennan—Politics and Government in Britain, Cambridge University Press—1972.

২। সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মলকান্তি ঘোষ—তুলনামূলক আধুনিক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৯৩।

৩। অধ্যাপক সুদর্শন ভট্টাচার্য—প্রশ্নোত্তরে তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি; (দ্বিতীয় খন্ড) ঃ ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, প্রথম সংস্করণ ঃ আগস্ট, ২০০০।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

সহায়ক পাঠক্রম

দ্বিতীয় পত্র

(SPS-II)

পর্যায়

০২